গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরি-১ শাখা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি, ২০২৩ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী সচিব
সভার তারিখ	২৭/০২/২০২৩ খ্রি:
সভার সময়	বেলা ০২.৩০ ঘটিকা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সকল কর্মকর্তা, সংস্থা প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা এবং চলমান প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম বার্ষিক অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য প্রকল্প পরিচালক, সংস্থা প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান ১৩টি প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনার আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও ভৌত অগ্রগতির বাস্তব অর্জন; প্রকল্প সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য সমাধানকল্পে বিগত মাসের এডিপি সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাস্তব অগ্রগতি এবং প্রকল্প ভিত্তিক সার্বিক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা)-কে অনুরোধ করা হয়।

০২। সভার শুরুতেই গত ২৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়। উক্ত সভায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আওতাধীন “ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, গণপূর্ত বিভাগের ২০১৮ সালের রেট অনুযায়ী প্রকল্পটির ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ বিষয়ে গত ১৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে বর্ণিত প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) এর ১ম সভায় ২০২২ এর রেট সিডিউল অনুযায়ী প্রকল্পের পূর্ত কাজের দরপত্র আহ্বানের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগে পত্র প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় মর্মে আলোচনা করা হয়। যা কার্যবিবরণীতে প্রতিফলিত হয়নি। উপসচিব (পরিকল্পনা ১) বলেন যে, গত ২৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি সভার কার্যবিবরণীতে তা উল্লেখ করে ২৭ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি সভার কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়েছে। এছাড়া আর কোন পর্যবেক্ষণ বা সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় ২৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি সভার কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হয়।

০৩। উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ১৫৮৫.৩৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যার মধ্যে জিওবি অর্থের

পরিমাণ ১৫৭১.৫১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ১৩.৮২ কোটি টাকা। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত ১৫৮৫.৩৩ কোটি টাকার মধ্যে ছাড়যোগ্য অর্থের পরিমান ১২৩৫.৬৬ কোটি টাকা। ছাড়যোগ্য অর্থ হতে জানুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত ৫৭৩.৪৪ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে, যা ছাড়যোগ্য অর্থের ৪৬.৪১%। জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৬৩.২৩ কোটি টাকা যা মোট ছাড়যোগ্য অর্থের ১৩.২১%। জুলাই-জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে জাতীয় গড় অগ্রগতি ২৮.১৬%।

০৪। সভার এ পর্যায়ে উপসচিব (পরিকল্পনা ১ শাখা) সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন যে, প্রকল্পের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রথম সার্কুলার জারী করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকগণ বাস্তবতার নিরিখে যেন চাহিদা মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বরাদ্দের সংশোধিত প্রস্তাব প্রেরণ করেন সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এডিপিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (এফএসসিডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ০২টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ২০০.৯১ কোটি টাকা, ছাড়যোগ্য অর্থের পরিমান ১৪৩.৩৪ কোটি টাকা। জানুযারী ২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্ত করা হয়েছে ৭৭.৭২ কোটি টাকা যা ছাড়যোগ্য অর্থের ৫৪.২২%। প্রকল্পের অনুকূলে জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ৪৮.৪৭ কোটি টাকা যা ছাড়যোগ্য অর্থের ৩৩.৮১%। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ০২টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৫৪০.২০ কোটি টাকা, ছাড়যোগ্য অর্থের পরিমান ৫২৫.১৫ কোটি টাকা। জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ২৬০.৬৪ কোটি টাকা যা ছাড়যোগ্য অর্থের ৪৯.৬৩%। প্রকল্প দুটির অনুকূলে জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৬.১৪ কোটি টাকা যা ছাড়যোগ্য অর্থের ৪.৯৮%। কারা অধিদপ্তরের ০৮টি প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ ৮৪৩.২২ কোটি টাকা, ছাড়যোগ্য অর্থের পরিমান ৫৬৬.১৭ কোটি টাকা। । জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ২৩৪.০৯ কোটি টাকা যা ছাড়যোগ্য অর্থের ৪১.৩৫%। ০৮টি প্রকল্পের অনুকূলে জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮৮.৬২ কোটি টাকা যা ছাড়যোগ্য অর্থের ১৫.৬৫%। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ০১টি নতুন প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যয় করা হয়নি।

০৫। <u>ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:</u>

(ক) <u>১১টি মডার্ণ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প</u>:

<u>আলোচনাঃ</u>

উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ৬১৭.১৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৪৮২.১৬ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৪%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩/০৭/২০২২ তারিখে **'বি' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ১৭৫.০০ কোটি টাকা, ছাড়যোগ্য অর্থের পরিমাণ ১৩১.২৫ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৬৫.৬৩ কোটি টাকা যা ছাড়যোগ্য অর্থের ৫০.০০%। জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৬.৪৬ কোটি টাকা যা ছাড়যোগ্য অর্থের ২৭.৭৮%।

প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ১১টি স্টেশনের মধ্যে ০৪টি স্টেশনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং আগামী জুন, ২০২৩ এর মধ্যে আরো ০৪টি স্টেশনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে। অবশিষ্ট ৩টি স্টেশনের মধ্যে কালুরঘাট, চট্টগ্রাম এর নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৩২%। গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জানান যে, জুন, ২০২৩ এর মধ্যে এ স্টেশনের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শেষ হবে। তবে ফিনিশিংয়ে আরো দুই-তিন মাস সময় বেশি লাগতে পারে। রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে স্থাপিত ফায়ার স্টেশনের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৩৫%। গত ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারি এ স্টেশনটি প্রকল্প পরিচালক পরিদর্শন করেন। তিনি জানান যে, একতলার কাজ শেষ হয়েছে এবং দোতলার কলামের কাজ চলমান। তিনি আরো বলেন যে, নারায়ণগঞ্জ জেলার শিবু মার্কেট ফতুল্লা, মডার্ণ ফায়ার স্টেশনের সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের আকস্মিক মৃত্যুর কারণে জুলাই/২০২২ হতে প্রায় ০৭ মাস প্রকল্প এলাকার কাজ বন্ধ রয়েছে। কাজটির অগ্রগতি ৮%(Pile Drive)সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী,

নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক প্রকল্প দপ্তরকে অবহিত করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে চুক্তি বাতিল পূর্বক অবশিষ্ট কাজের(Remaining works) পুন:দরপত্র ২৭/১১/২০২২ তারিখে আহ্বান করা হয়েছে এবং এর মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। সভায় আরোও অবহিত করেন যে, এই ৩টি ফায়ার স্টেশনের কাজের গুনগত মান বজায় রেখে সর্বমোট ১১টি ফায়ার স্টেশনের কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সমাপ্ত করার জন্য প্রকল্পের মেয়াদ আরো ছয় মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে এবং প্রস্তাবটি ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভাপতি ১১ মডার্ণ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৮৭ কোটি টাকা খরচ করতে পারবেন কিনা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন তিনি ৬৭ কোটি টাকা খরচ করতে পারবেন। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) গাজীপুর জেলার কোনাবাড়ি ও রাজেন্দ্রপুর ফায়ার স্টেশনের বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের অগ্রগতি অনেক ভালো আগামী ২/১ মাসের মধ্যে শেষ হবে এবং কর্ণফুলি চট্রগাম ফায়ার স্টেশনটির কাজ মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে শেষ হবে। সভাপতি নারায়ণগঞ্জের শিবুমার্কেট আগামী ০৬ মাস অথবা ০১ বছরের মধ্যে শেষ হওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর বলেন, শিবু মার্কেটের ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে এবং ডিসেম্বরের আগেই কাজ শেষ হয়ে যাবে।

গাজীপুর জেলার সারাবো (কাশিমপুর) মর্ডাণ ফায়ার স্টেশন ও সাভার সেনানিবাসস্থ জিরাবো, সাভার মডার্ণ ফায়ার স্টেশন ইতোমধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট গাজীপুর চৌরাস্তা ও রুপপুর গ্রীনসিটি, পাবনা) মডার্ণ ফায়ার স্টেশন জানুয়ারি, ২০২৩ এর মধ্যে হস্তান্তর করা হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণ অবহিত করেছেন। কাঁচপুর ব্রিজ নারায়ণগঞ্জ ফায়ার স্টেশনের নির্মাণ কাজ কিচেন ভবন বাদে সম্পন্ন হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে গণপূর্ত অধিদপ্তরে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বলেন যে, ঠিকাদারের মৃত্যু হওয়ায় পাওয়ার অব এটর্নির মাধ্যমে কাঁচপুর ব্রিজ ফায়ার স্টেশনের কিচেন ভবন নির্মাণের জন্য রিটেন্ডার করা হয়েছে। আশা করা যায় এ অর্থ বছরের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হবে কিনা সভাপতি জানতে চাইলে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বলেন যে, নতুন ঠিকাদার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, কাজের গুনগত মান বজায় রেখে কাজটি সমাপ্ত করার জন্য প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সভায় ১১ মডার্ণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, গাজীপুর জেলার রাজেন্দ্রপুর চৌরাস্তা ও কোনাবাড়ি মডার্ণ ফায়ার স্টেশনের নির্মাণ কাজ প্রদেয় কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। গত ৩১/১০/২০২২ তারিখে এ প্রকল্পের ২৩টি প্যাকেজের ৪০ প্রকার অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি সংগ্রহের নিমিত্ত প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ কারিগরী মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন করে ১০ প্রকার সরঞ্জামাদির নোয়া ০৮/১২/২০২২ তারিখে প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট সরঞ্জামাদির পুন:দরপত্র ২০/০২/২০২৩ তারিখে উন্মুক্তকরণ করা হয়েছে।

সভাপতি বিদেশি অর্থায়নের বিষয়ে জানতে চাইলে পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর জানান যে, ০২টি প্রকল্পের বিদেশি অর্থায়নের জন্য চাইনিজ একটা গ্রুপের সাথে আলোচনা হয়েছে কিন্তু প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের কোনো নির্দেশনা না থাকায় স্ব-উদ্যোগে আলোচনা করার কথা বলেন। সভাপতি মহোদয় এসব কোম্পানির সাথে আলোচনা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি অর্জন করতে হবে এবং প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিবিড়ভাবে তদারকি করতে হবে;

(খ) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করবেন এবং গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন;

(গ) ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) Strengthening Ability of Fire Emergency Response (SAFER) Projectপ্রকল্প:

আলোচনাঃ

উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) সভাকে অবহিত করেন যে, বৈদেশিক কারিগরি সহায়তায় প্রকল্পটি অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে ৮০.৬২ কোটি টাকা (জিওবি ১৯.০৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৬১.৫৯ কোটি টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৬০.১৮ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৪.৬৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩/০৭/২০২২ তারিখে **'সি' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ জিওবি ১২.০৯ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৩.৮২ কোটি টাকা মোট ২৫.৯১ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে জিওবি অংশে ১২.০১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১০.৭০ কোটি টাকা মোট ২২.৭১ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। অগ্রগতি ৮৭.৬৫%। প্রকল্পটির ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় জিওবি অংশে ১২.৪১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৫৮.৪৬ কোটি টাকা মোট ৭০.৮৭ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রকল্পের মোট অগ্রগতি ৮৭.৯১%। প্রকল্পটি গত ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) দক্ষিণ কোরিয়া ও স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল দিয়ে কন্ট্রোল সিস্টেম চালু রাখতে হবে। প্রকল্পে নির্ধারিত জনবল কাঠামো মোতাবেক পদ সৃজন, নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;

(খ) আগামী ০১/০৪/২০২৩ তারিখের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

(গ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

১.	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ৪৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৬)	১) ০৬-০৪-২০২২ তারিখ অধিদপ্তর হতে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন অন্তর্ভুক্ত করে (০২ টি স্টেশন বিহীন উপজেলাসহ) গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি'র সংশ্লিষ্ট অংশ প্রেরণ করা হয়েছিল। জমির পরিমান বৃদ্ধি, স্টেশন ভবনের নকশা সংশোধন, *প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি রিপোর্ট প্রণয়নের* কারণে পুনরায় ০৪-১০-২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হলে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়ন করে এ অধিদপ্তরে প্রেরণ করেছে। ইতোমধ্যে আরো নতুন ০২ টি স্টেশন (আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল-নারায়ণগঞ্জ এবং যশোদল-কিশোরগঞ্জ) এ প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করে ৪৬টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের সংস্থান রেখে পুনরায় ডিপিপি প্রণয়নের জন্য গত ১৮-১২-২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হলে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণয়নকৃত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য ২৯-১২-২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে গত ১৯-০২-২০২৩ তারিখে প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি প্রণয়ন করে ডিপিপি পুনরায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। ২) উল্লেখ্য, ফিজিবিলিটি সম্পন্ন করণের লক্ষ্যে গত ২২-০৮-২০২২ তারিখে দরপত্র আহবান করে দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম (আর্থিক ও কারিগরি) সম্পন্ন করে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানকে ফিজিবিলিটি সম্পন্ন করণের লক্ষ্যে চুক্তি সম্পাদন করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি প্রণয়ন কাজ চলমান রয়েছে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

২.	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৫৪টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (মার্চ ২০২২ হতে জুন ২০২৫)	১) দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৩১টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি (সমাপ্তকৃত ১৫৬ প্রকল্প ও ২৫ প্রকল্প থেকে বাদ পড়া ১২+৮=২০টি এবং নতুন অন্তর্ভুক্ত ১১টি) গত ০৩-০২-২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১০-০২-২০২২ তারিখের নির্দেশনামতে ডিপিপির কিছু অংশ সংশোধন করণসহ সক্ষম ও কার্যকরী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফিজিবিলিটি সম্পন্ন করে পুনঃপ্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান। উক্ত নির্দেশনা ও চাহিদার আলোকে নতুন ১৩টি এবং জরাজীর্ণ ০৭ টি সহ সর্বমোট (৩১+২০)=৫১টি ফায়ার স্টেশন অন্তর্ভুক্ত করে এ অধিদপ্তরে ডিপিপির অংশের কাজ সম্পন্ন করে পুনাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ০৭/০৯/২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হলে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়ন করে এ অধিদপ্তরে প্রেরণ হয়। ইতোমধ্যে আরো ০১টি স্টেশন (শিবপুর-নোয়াখালী) এ প্রকল্পে নতুন অন্তর্ভূক্ত করে ৫২টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের সংস্থান রেখে পুনরায় ডিপিপি প্রণয়নের জন্য গত ০৮-১২-২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হলে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণয়নকৃত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য ২৯-১২-২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে গত ১৯-০২-২০২৩ তারিখে প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি প্রণয়ন করে ডিপিপি পুনরায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, এ প্রকল্পে আরো ০২টি স্টেশন অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় (নারিকেলবাড়িয়া ও পিয়ারপুর) মোট স্টেশন সংখ্যা (৫২+২) ৫৪টির সংস্থান রেখে এ অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ চলমান আছে। ২) উল্লেখ্য, ফিজিবিলিটি সম্পন্ন করণের লক্ষ্যে গত ২২-০৮-২০২২ তারিখে দরপত্র আহবান করে দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম (আর্থিক ও কারিগরি) সম্পন্ন করে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানকে ফিজিবিলিটি সম্পন্ন করণের লক্ষ্যে চুক্তি সম্পাদন করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি প্রণয়ন কাজ চলমান রয়েছে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
৩.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ০২টি বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	গত ২০-১২-২০২১ তারিখে যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত এবং গত ২২-০৯-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৬টি বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবনের পরিবর্তে ০২টি বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন (মিরপুর ও সদরঘাট) নির্মাণের সংস্থান রেখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে ০৮-১১-২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হলে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক ভুলত্রুটি সংশোধনপূর্বক পুনরায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সেমত ডিপিপি সংশোধন করে অনুমোদনের জন্য ৩০-০১-২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ

৪.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/১২/২০২৫)	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে গত ০৫-০৯-২০২১ তারিখে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্পটির উপর গত ১৫-১১-২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ১১-০১-২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন হতে ০৫/০৬/২০২২ তারিখে TO&E ও জনবল নিয়োগের হালনাগাদ তথ্য চাওয়ার প্রেক্ষিতে এ অধিদপ্তর হতে তথ্যের জবাব ১৯/৭/২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয় এবং ১১/৮/২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ডলারের মূল্য বৃদ্ধি, প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল সংশোধন এবং অ্যাম্বুলেন্স শেড নির্মাণের জন্য গণপূর্ত বিভাগের পূর্ত কাজের রেড সিডিউল সংশোধন হওয়ার কারণে ২১/০৮/২০২২ তারিখে ডিপিপি ফেরৎ পাওয়ার জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। গত ০৬/০৯/২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন, সুরক্ষা সেবা বিভাগকে প্রকল্পের জনবল সম্পর্কিত তথ্য সন্নিবেশিত করে ডিপিপি পুনর্গঠন করে পুনরায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান। তৎপ্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ গত ১৫/০৯/২০২২ তারিখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান। সেমত ডিপিপি পুনর্গঠন করে ১৪/১১/২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হলে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক ১৩/১২/২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। **গত ০৬.০২.২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাবিত প্রকল্পের পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।**	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

০৬। **<u>মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:</u>**

(ক) ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

<u>আলোচনাঃ</u>

উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ১৬২.৩৪১৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পটি গত ০২.০৮.২০২২ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ থেকে ১৭/১০/২০২২ তারিখে প্রকল্পটির অনুমোদনের আদেশ জারি করা হয়েছে এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে ২৫/১০/২০২২ তারিখে প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন (জিও) জারি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তাকে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ০১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, গণপূর্ত বিভাগের ২০১৮ সালের রেট অনুযায়ী প্রকল্পটির ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ বিষয়ে গত ১৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে বর্ণিত প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পি.আই.সি) এর ১ম সভায় ২০২২ এর রেট সিডিউল অনুযায়ী প্রকল্পের পুর্ত কাজের দরপত্র আহ্বানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগের অনুমোদন নেওয়া প্রয়োজন বলে সভায় উত্থাপন করেন।

<u>সিদ্ধান্ত:</u>

(ক) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করবেন এবং গুণগতমান বজায় রেখে পিপিআর অনুযায়ী চলতি

অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের পূর্তকাজের দরপত্র পিপিআর ২০০৮ এর সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান অনুসরণ করে আহবান করতে হবে।

০৭। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	০৮টি বিভাগীয় শহরে এবং ১২টি জেলায় মাদকাসক্ত সনাক্তকরণে ডোপ টেস্ট প্রবর্তন (০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	১১/১২/২০২২ তারিখে প্রকল্পটির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়- ৪.১) মাদকাসক্ত সনাক্তকরণ পরীক্ষার ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ যে সকল সংস্থা উক্ত কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত তাদের গ্রহণযোগ্য কারিগরি বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে মাদকাসক্ত সনাক্তকরণ তথা ডোপ টেস্টের বিষয়ে একটি চূড়ান্ত ও কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে; ৪.২) প্রণীত উক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহ অর্থ বিভাগের সাথে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগের পরিচালন বাজেটের আওতায় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়ে গত ২২/১২/২০২২ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নীতিমালার প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
২.	০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	পূর্বে প্রকল্পে ৫ একর জমির সংস্থান ছিল। সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত প্রকল্পে ১০ একর জমির সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রত্যেক বিভাগ থেকে ১০ একর জমি পাওয়া গেছে। জমির ডিজিটাল সার্ভে-কে বিবেচনায় নিয়ে, লে-আউট এবং স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করার জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়। স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পটির স্থানিক নকশা এবং ফিনিশ শিডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে এবং অত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রতিস্বাক্ষরিত হয়েছে। অনুমোদিত নকশা ও জমির পরিমাণ বিবেচনায় নিয়ে ডিপিপি পুনর্গঠন করার জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে।	১। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২।গণপূর্ত অধিদপ্তর
৩.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ০৭টি) (০১/০৭/২০২২ হতে ০১/০৬/২০২৫)	উক্ত প্রকল্পের উপর গত ১২ মে, ২০২২ তারিখে প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা হয়েছে। যাচাই কমিটির সভায় পূর্বে প্রস্তাবিত দুইটি ভবনের পরিবর্তে একটি ভবন নির্মাণ এবং উক্ত ভবনের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত হয়। যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা এবং স্থানিক নকশা সংশোধন করা হয়েছে এবং অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রতিস্বাক্ষরিত হয়েছে। সংশোধিত প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা এবং স্থানিক নকশা প্রেরণপূর্বক সে মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করার জন্য ২৬.০১.২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে।	১। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২।স্থাপত্য অধিদপ্তর

০৮। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:

(ক) বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) সভায় উল্লেখ করেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৮ মেয়াদে ৪৬৩৫.৯১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২৭৮৯.৭৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬০.১৮%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩/০৭/২০২২ তারিখে **'এ' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৪৮০.০০ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ২৩৮.০৬ কোটি টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ৪৯.৬০%। জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫.৫৭ কোটি টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ১.১৬%। উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন।

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন শীর্ষক প্রকল্পের অপারেশনাল সাপোর্ট এর মেয়াদ ১৬ মাস পর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। মোহাম্মদপুর, ঢাকা আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রকল্পের আরডিপিপি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ই-গেট এর কমিটি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। উক্ত পুর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদিত হলে আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। দ্বিতীয় কুগলার মেশিন স্থাপন করা হবে কিনা এ বিষয়ে সভাপতি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হবে এবং অনুমোদিত হলে মূল্য নির্ধারণ করে আরডিপিপিতে সংযোজন করা হবে। স্টক টেকিং শেষ হয়েছে এবং গত ০৭ নভেম্বর জমা দেওয়া হয়েছে। গত ০৩ জানুযারি ২০২৩ তারিখে ই-গেট এর জন্য ৪২ জন জনবলের চাহিদা ডিআইপিতে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিআইপি'র অনুমোদন সাপেক্ষে তা সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে। স্টক স্টেকিং শেষ হওয়ার অন্তত ০৬ মাস আগে বুকলেট সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২ লাখ ৮৫ হাজার কভার পেইজ এবং ১ লাখ ৮৬ হাজার ইনার পেইজ এয়ার শিফট করে পাঠানো হবে। এলসি-৩ ওপেন করা হয়েছে এবং ৬০ হাজার কেইস রিপোর্ট স্টোরে জমা রয়েছে। ২ লাখ ৮৮ হাজার বুকলেট চট্টগ্রাম পোর্টে পৌছেছে। দ্রুত এগুলো নিয়ে আসা হবে। আরো ২ লাখ ৮৮ হাজার বুকলেট ৩১ জানুয়ারির শিপমেন্ট করা হবে বলে Veridos GmbH কর্তৃক জানানো হয়েছে। আশা করা হচ্ছে মার্চের প্রথম সপ্তাহে মধ্যে এসে পৌঁছাবে। ৩ লাখ ৮৪ হাজার কম্পোনেন্ট এলসি-৩ কুগলার মেশিন আগে প্রতিদিন ২০ হাজার উৎপাদন করা হতো কিন্তু এখন ২৪ হাজার উৎপাদন হচ্ছে। এ যাবত কুগলার মেশিনে ৪ লাখ ৮৪ হাজার উৎপাদন করা হয়েছে। এলসি-৪ খুব তাড়াতাড়ি ওপেন করা হবে। এলসি-২ শেষ হয়েছে এবং তা হযরত শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে এসেছে। ১ লাখ ৮৬ হাজার খালাসের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অপারেশনাল সাপোর্ট এর ব্যয় ৮৪ কোটি টাকা। ভ্যাট, ট্যাক্সসহ ১১৫ কোটি টাকা খরচ হবে। আরএডিপিতে আরো ৩৩ কোটি টাকা পাওয়া যাবে এ বছরে মোট ২৩৭ কোটি টাকা খরচ হবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) ই-পাসপোর্টের মালামাল সংক্রান্ত স্টক স্টেকিং এর সমস্যাবলী নিষ্পত্তিপূর্বক পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

(খ) দেশের বিমান বন্দর ও স্থল বন্দর গুলোতে ই-গেট যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

(গ) স্টক শেষ হওয়ার অন্তত ছয় মাস আগে বুকলেট সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) বলেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ১২৮.৪০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮০%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক **'বি' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৬০.২০ কোটি টাকা, ছাড়যোগ্য অর্থের পরিমাণ ৪৫.১৫ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ২২.৫৮ কোটি টাকা যা ছাড়যোগ্য অর্থের ৫০%। জানুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২০.৫৭ কোটি টাকা যা ছাড়যোগ্য অর্থের ৪৫.৫৬%।

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের সবগুলো আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের পূর্ত কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি ভবনের তিনতলা ছাদ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মাসভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কয়েকটি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের ভৌত অগ্রগতি কিছুটা পিছিয়ে আছে। প্রকল্প প্ররিচালক চট্টগ্রাম পাসপোর্ট অফিসের নির্মাণ কাজের অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনাকালে মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর লিফটের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য অনুরোধ করলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, লিফটের জন্য প্রাক্কলন ছিল ৬০ কোটি টাকা। প্রথম টেন্ডারে সর্বনিম্ন দরদাতা ছিল ৯০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় টেন্ডারে প্রথম বারের চেয়ে কম ছিল কিন্তু প্রাক্কলন ব্যয়ের চেয়ে অধিক ছিল। তৃতীয় টেন্ডারে প্রাক্কলন ব্যয়ের চেয়ে ২৯% বেশি দরে সর্বনিম্ন দরদাতা টেন্ডার জমা করেন। চট্টগ্রাম পাসপোর্ট অফিসের লিফট সংযোজনের জন্য নির্বাচিত দরদাতা প্রতিষ্ঠান বিষয়টিতে অনাগ্রহ ও অসম্মতি প্রদান করায় গণপূর্ত ই/এম বিভাগ/২ কে পুনরায় দরপত্র আহ্বান করে লিফট সংযোজনের বিষয়টি সুরাহা করার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। লিফট সংযোজনের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন। জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী অফিস থেকে জানানো হয়েছে যে, ঠিকাদার কর্তৃক লিফট সরবরাহ করতে অপারগতা প্রকাশ করা হয়। এ বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন যে, মন্ত্রণালয়ে মৌখিকভাবে আলোচনা করা হয়েছিল। প্রাইস কন্টিজেন্সি বা আন্ত:খাত সমন্বয়ের মাধ্যমে সংস্থান করা যাবে বলে আশ্বস্ত করা হয়। তিনি আরো বলেন যে, ঠাকুরগাঁও জেলায় মামলা জনিত কারণে পূর্ত কাজ কিছুটা পিছিয়ে আছে। তবে বর্তমানে মামলা Vacate হওয়ায় কাজের গতি বেড়েছে। অর্থ অবমুক্ত না থাকায় পঞ্চগড় প্রকল্পের কাজ কিছুটা ধীরগতিতে চলছে। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে খাগড়াছড়ি এবং শেরপুর হস্তান্তর করতে পারবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক মতামত প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জেলা ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগামী এডিপি সভায় উপস্থাপন করতে হবে;

(খ) আন্ত:খাত সমন্বয়ের মাধ্যমে চট্টগ্রাম পাসপোর্ট অফিসের লিফট সংযোজনের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা

সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স-২ উত্তরায় নির্মিতব্য বহুতল ভবন (০১/১২/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। । স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ভবনের নকশা অনুমোদন হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে।	(১)ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্টঅধিদপ্তর (২)গণপূর্ত অধিদপ্তর (৩) স্থাপত্য অধিদপ্তর

০৯। কারা অধিদপ্তর-এর প্রকল্পসমূহঃ

(ক) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ২৮৮.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৮০.৩৩ কোটি টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ৬২.৫৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮১%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩/০৭/২০২২ তারিখে **'বি' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ৭৫.০০ কোটি টাকা, ছাড়যোগ্য অর্থের পরিমাণ ৫৬.২৫ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ২৮.১৩ কোটি টাকা যা ছাড়যোগ্য অর্থের ৫০.০১%। জানুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭.৪৫ কোটি টাকা যা ছাড়যোগ্য অর্থের ১৩.২৪%। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ভেরিয়েশন অনুমোদন না হওয়ায় প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত করা যাচ্ছে না। প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্তকরণের লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রতিনিধি, গণপূর্ত ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, খুলনা গণপূর্ত বিভাগ-২ এর প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের নিয়ে কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ০২/০১/২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) দীর্ঘ ১১ বছর প্রকল্পের কাজ শেষ না হওয়ায় প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এ প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করণের লক্ষ্যে আইজি, প্রিজনকে অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা তৈরী করতে হবে এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শেষ করতে হবে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রবণতা পরিহার করতে হবে;

(খ) নির্দিষ্ট মেয়াদে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করতে হবে;

(গ) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অবশিষ্ট আইটেমসমূহের ক্রয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ)কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ৯৮.৭৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের জানুযারি, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৫০.৭১ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫১.৩৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬০%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩/০৭/২০২২ তারিখে **'এ' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ১৫.০০ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ১৫ কোটি টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ১০০%। জানুযারি, ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫.১৫ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৩৪.৩৩%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এ প্রকল্পের সকল অঙ্গের টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, এ প্রকল্পের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করণের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ থেকে টাকা ছাড় অত্যন্ত প্রয়োজন। পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে।। কম্পিউটার ও আসবাবপত্র খাতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্রে ৫০% ব্যয় করার নির্দেশনা থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নে জটিলতা বাড়ছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) অর্থ বিভাগের সাথে পরামর্শক্রমে বিদ্যমান ক্রয় সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

(খ) মাসভিত্তিক নতুন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকি জোরদার করতে হবে;

(গ) প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে ১২৭.৬১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের জানুযারি ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৮৩.০৫ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৫.০৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮০%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩/০৭/২০২২ তারিখে **'বি' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৪০.০০ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্থ অবমুক্তি হয়েছে ৩০ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ায় এখনো প্রকল্পের

কোনো ব্যয় করা যায় নি। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১১/০১/২০২৩ তারিখে পিইসি সভা হয়েছে। পিইসি কার্যবিবরণী স্বাক্ষরের পর প্রকল্পের কার্যক্রম চালু করা যাবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সংশোধিত ডিপিপি দ্রুততার সাথে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সমন্বয় করতে হবে;

(খ) মনিটরিং কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঘ) কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ৪৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। এ প্রকল্পের জানুযারি ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২৭.৩২ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬০%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩/০৭/২০২২ তারিখে **'বি' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ০.০১ কোটি টাকা। এখনো ব্যয় করা হয়নি। এ প্রকল্পের আওতায় মোবাইল ফোন জ্যামার ক্রয় ব্যতীত এ পর্যন্ত ক্রয়/সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি ৩২টি কারাগারে স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন যে, একনেক সভার আলোচনায় মোবাইল ফোন জ্যামার ক্রয়ের জন্য ক্রয় পদ্ধতি পরিবর্তন হয়ে ডিপিএম পদ্ধতিতে করা যেতে পারে মর্মে মত প্রকাশ করা হয় । একনেক থেকে প্রশাসনিক আদেশ পাওয়ার পর জ্যামার ক্রয়ের ব্যবস্থ্যা গ্রহণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের মেয়াদ বার বার বৃদ্ধির প্রবণতা পরিহার করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঙ) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে ৬০৭.৩৬ কোটি টাকা

প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের জানুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৭৭.৩৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১২.৭৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ২৫%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩/০৭/২০২২ তারিখে **'বি' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৩৯৮.২১ কোটি টাকা, ছাড়যোগ্য অর্থের পরিমাণ ২৯৮.৬৬ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৯৭.৮৩ কোটি টাকা যা ছাড়যোগ্য অর্থের ৩২.৭৬%। জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২২.৪৮ কোটি টাকা যা ছাড়যোগ্য অর্থের ৭.৫৩%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন যে, গত ০১-১২-২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত যাচাই-বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আরডিপিপি পুর্নগঠন করে ১৮/১২/২০২২ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে জোন 'সি' এর সাব-জোন-৪ (জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি মিউজিয়াম সংস্কার ও উন্নয়ন) ও সাব-জোন-৫ (জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি মিউজিয়াম সংস্কার ও উন্নয়ন) এবং জোন 'এ' (মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স) এর ড্রয়িং ডিজাইন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে। তিনি আরো বলেন যে, প্রকল্পের আওতায় তিনটি জোন অর্থাৎ 'এ', 'বি' ও 'সি' জোনে ভাগ করে কাজ করা হচ্ছে। জোন 'বি' ও 'সি'-এর কাজ পূর্ণগতিতে চলছে। তবে জোন 'এ' এর কার্যক্রম ডিপিপি সংশোধনের পরে শুরু করা যাবে। তিনি বলেন, প্রকল্পের কাজ ২২% সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী চলমান রয়েছে এবং তা নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন, এ প্রকল্পের নকশা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, একনেক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নকশা অনুমোদনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করতে হবে। কারা মহাপরিদর্শক বলেন যে, প্রকল্প এলাকার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষণের লক্ষ্যে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার খনন কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। সভাপতি পরবর্তী কারিগরী কমিটির সভায় উক্ত প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে দ্রুততার সাথে শেষ করতে হবে;

(গ) নকশা অনুমোদনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(চ) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে ৬২৪.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের জানুযারি ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১১৭.৬৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৮.৮২% এবং ভৌত অগ্রগতি ২৩%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩/০৭/২০২২ তারিখে **'বি' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ১০০.০০ কোটি টাকা, ছাড়যোগ্য অর্থের পরিমাণ ৭৫.০০ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৩৭.৫০ কোটি টাকা যা ছাড়যোগ্য অর্থের ৫০%। জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৭.৩৭ কোটি টাকা যা ছাড়যোগ্য অর্থের ৪৯.৮৩%। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পটি 'বি' ক্যাটাগরিভুক্ত হওয়ায় বরাদ্দের ৭৫% ব্যয় করা যাবে। ২য় কিস্তির অর্থ ছাড় হয়নি। তিনি প্রকল্পের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানান যে, ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ত কাজের ১৩টি প্যাকেজের মধ্যে ৭টি প্যাকেজের কাজ চলমান

রয়েছে। ২টি প্যাকেজের Estimate সম্পন্ন হয়েছে এবং দ্রুতই টেন্ডার আহ্বান করা হবে। তিনি আরও বলেন যে, সংশোধিত ডিপিপির উপর গত ০৮/১১/২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুর্নগঠন করে ০৬/১২/২০২২ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে ১৯/১২/২০২২ তারিখ আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২২/০১/২০২৩ তারিখ পিইসি সভা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

(খ) সময়াবদ্ধ (Time bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক টার্গেট অনুযায়ী ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি অর্জন করতে হবে এবং একাধিক বার প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রবণতা পরিহার করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ছ) নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) সভাকে জানান যে, সেপ্টেম্বর/২০১৯ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে ৩২৬.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১০০.৬০ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩০.৭৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩০.৭৭%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩/০৭/২০২২ তারিখে **'সি' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ১২০ কোটি টাকা, ছাড়যোগ্য অর্থের পরিমাণ ২০ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ২০ কোটি টাকা যা ছাড়যোগ্য অর্থের ১০০%। জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১২.১৭ কোটি টাকা যা ছাড়যোগ্য অর্থের ৬০.৮৫%। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পটি 'সি' ক্যাটাগরিভুক্ত হওয়ায় অর্থছাড় বন্ধ ছিল। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প সমূহের মধ্যে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার প্রকল্প হতে বরাদ্দ পুনর্বিন্যাস/পুন:সমন্বয় করে নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের ২০ কোটি টাকা অর্থ বিভাগ কর্তৃক বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(জ) জামালপুর জেলা কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা) সভাকে জানান যে, জুলাই/২০২০ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ২১০.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ০৯.০৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪.৩০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫.৫০%। প্রকল্পটিকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৩/০৭/২০২২ তারিখে **'বি' ক্যাটাগরিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৯৫.০০ কোটি টাকা, ছাড়যোগ্য অর্থের পরিমাণ ৭১.২৫ কোটি টাকা এবং অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৩৫.৬৩ কোটি টাকা যা ছাড়যোগ্য অর্থের ৫০%। জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪ কোটি টাকা যা ছাড়যোগ্য অর্থের ৫.৬১%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের ০৭ (সাতটি) প্যাকেজের মধ্যে প্যাকেজ-১ ও ২-এর নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। প্যাকেজ-৩ এসটিপি-এর প্রাক্কলন করা হয়নি। শেষের দিকে করা হবে। প্যাকেজ-৪ বহি: পানি সরবরাহ চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। শ্রীঘ্রই কাজ শুরু হবে। প্যাকেজ-৫ বহি:গ্যাস সরবরাহ-এর একবার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল কিন্তু কাঙ্খিত দর পাওয়া যায়নি। পুনরায় দরপত্র আহ্বান করা হবে। প্যাকেজ-৬ বনায়ন-এর প্রাক্কলন করা হয়নি। এটি সাধারণত শেষের দিকে করা হয়। প্যাকেজ-৭ বিদ্যুতায়ন চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। শ্রীঘ্রই কাজ শুরু হবে। ৭টি প্যাকেজের মধ্যে ২টি ব্যতীত বাকী সবগুলো প্যাকেজের দরপত্র হয়ে গিয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন যে, জমির মামলা সংক্রান্ত ডিসি অফিসে যে সমস্যা ছিল তা অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)-এর মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে। প্রকল্পটি সুষ্ঠভাবে সমাপ্তির জন্য সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। আগামী ১০ দিনের মধ্যে পুরাতন স্থাপনা অপসারণ করে নির্মাণ কাজ শুরু করা যাবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী টেন্ডারসহ অন্যান্য সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে এবং প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রবণতা পরিহার করতে হবে;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচর কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঝ) কারা অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীন (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতির বিবরণ:

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ করা হবে।	কারা অধিদপ্তর

২.	অ্যাম্বুলেন্স, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ী ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	গত ১৯-১১-২০১৯ তারিখ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপির উপর গত ০৭-৯-২০২২ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে। এছাড়া গত ১৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত পিইসি সভার ৪.৫ নং অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়ের লক্ষ্যে ০২-১১-২০২২ তারিখ গ্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ হতে ২৮-১২-২০২২ তারিখ প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিআরটিএ, প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে ১০-১-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অ্যাম্বুলেন্স এর দরের বিষয়ে মতামত চেয়ে ৩১-১-২০২৩ তারিখ প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ বরাবরে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ এর মতামতের ভিত্তিতে করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত চেয়ে ২২-২-২০২৩ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	কারা অধিদপ্তর
৩.	কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল, কেরানিগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ করা হবে।	কারা অধিদপ্তর
৪.	এ্যাকসেস টু জাস্টিস থ্রু প্রিজন এন্ড পলিসি রিফর্মস প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৩)	গত ০৯-৮-২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের টিএপিপি সংশোধন করে ২৬ মে ২০২২ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে সংশোধিত টিএপিপি গত ০৩-৭-২০২২ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ থেকে ০২-৮-২০২২ তারিখ টিএপিপির উপর কিছু পর্যবেক্ষণ দেয়া হয়েছে; সে মোতাবেক টিএপিপি সংশোধন করে ১৫-১১-২০২২ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয় এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে ১২-১২-২০২২ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	কারা অধিদপ্তর

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) প্রকল্প পরিচালকগণকে সভার সিদ্ধান্তসমূহ আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, উন্নয়ন প্রকল্পের যে সকল কার্যক্রম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত সেগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে।

১০। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৯৪.০৬.০০১.২১.৪১

তারিখ: ২৪ ফাল্গুন ১৪২৯
০৯ মার্চ ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ

২) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

৩) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৪) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৫) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৬) সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৭) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

৮) মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

৯) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

১০) মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

১১) কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর

১২) অতিরিক্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উন্নয়ন অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৩) অতিরিক্ত সচিব, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৪) অতিরিক্ত সচিব, নিরাপত্তা ও বহিরাগমণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৫) প্রধান প্রকৌশলী , প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর

১৬) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর

১৭) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা

১৮) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৯) যুগ্মসচিব, কারা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২০) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর

২১) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২২) সচিবের একান্ত সচিব, সচিব-এর দপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২৩) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

মোঃ মোশারফ হোসেন
উপসচিব